بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

নং: ১৪৩৯-০২/১৩ | বৃহস্পতিবার, ১৩ সফর, ১৪৩৯ হিজরী | ০২/১১/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৯৯২ সালের প্রত্যাবাসন চুক্তির পক্ষে মার্কিনীদের সাফাই গাওয়া রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাথে প্রতারণা এবং রোহিঙ্গা সংকটকে ঘিরে মুসলিম উম্মাহ্'র আবেগকে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা

অক্টোবর ২৮, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া বার্নিকাট রাজধানীতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মন্তব্য করে যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে কিছু অতিরিক্ত শর্তসহ ১৯৯২ সালে সম্পাদিত বাংলাদেশ-মিয়ানমার চুক্তির মধ্যেই রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান নিহিত রয়েছে। বাংলাদেশী গণমাধ্যমে সে আরও বলে যে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন বাংলাদেশের সাথে ১৯৯২ সালের যৌথ বিবৃতি অনুসারে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে মিয়ানমারের সেনাপ্রধানের সাথে আলোচনা করেছে, যা প্রমাণ করে যে আমেরিকা রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে আন্তরিক। আমেরিকার সাথে সুর মিলিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মোঃ শহীদুল হক একটি সংবাদ-সংস্থাকে বলেন যে, ১৯৯২ সালের চুক্তিটি প্রত্যাবাসন বিষয়ক আলোচনার প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যদিওবা কিছুদিন পূর্বে তিনি উল্লেখিত প্রস্তাবনাটিকে একটি অবাস্তব ধারণা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

বার্নিকাটের বক্তব্য এবং মিয়ানমার সেনাপ্রধানের সাথে টিলারসনের ফোনালাপ প্রকৃতপক্ষে মিয়ানমার সরকারের অন্তঃসারশূন্য প্রস্তাবেরই অনুরূপ, যা তারা মিয়ানমার সফরকালে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করেছিল। ১৯৯২ সালের চুক্তি অনুযায়ী যেসব রোহিঙ্গাদের কাছে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত "মিয়ানমারের নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র, কিংবা জাতীয় নিবন্ধন সনদ, বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিল" রয়েছে, শুধুমাত্র তারাই মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারবে। বোধসম্পন্ন যে কারও পক্ষে এটা সহজেই অনুমেয় যে, রোহিঙ্গা মুসলিমগণ এধরনের অদ্ভুত শর্ত পূরণে অক্ষম, কারণ পরিকল্পিতভাবে সমগ্র রোহিঙ্গা গ্রামসমূহের প্রায় অর্ধেক আগুনে পুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এখনও তা করা হচ্ছে। সুতরাং, ১৯৯২ সালের প্রত্যাবাসন চুক্তির পক্ষে মার্কিনীদের সাফাই গাওয়া রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাথে প্রতারণা এবং রোহিঙ্গা সংকটকে ঘিরে মুসলিম উম্মাহ্'র আবেগকে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু বার্নিকাটের জেনে রাখা উচিত যে, মুসলিম উম্মাহ্'র স্মৃতি থেকে ইরাক, আফগানিস্তান এবং সিরিয়ায় মার্কিন ও তার মিত্রদের নৃশংসতা মুছে যায়নি। সুতরাং, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মার্কিনীদের সহায়তা কামনা করা মুসলিমদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

আজ আমরা অত্যন্ত পরিতাপের সাথে প্রত্যক্ষ করছি যে, ক্রুসেডার আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমা শক্তিসমূহ নির্লজ্জের মত বর্তমান অভিভাবকহীন মুসলিম উম্মাহ্'কে শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী শুনাচ্ছে, অথচ তারাই মুসলিম বিশ্বসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে তাদের ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ভয়াবহ অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিয়েছে। আর আমরা আমাদের মেরুদন্ডহীন দালাল শাসকদের কবলে পড়ে পশ্চিমাদের এহেন ভন্ডামীপূর্ণ ও ফাঁকা বুলি গিলতে বাধ্য হচ্ছি। দাম্ভিক আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে বার্নিকাট চরিত্রগতভাবেই এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, মানবিক বিষয়ে বক্তৃতা দেয়ার মতো কোন ধরনের নৈতিক উচ্চ অবস্থান তার দেশের নেই, কারণ তার সরকার নির্বাহী আদেশ জারি করে মুসলিম শরণার্থীদের মুখের উপর তাদের প্রবেশদ্বার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমেরিকা, চীন, ভারত কিংবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে তাদের আবাসস্থল, সম্পদ ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে অগ্রগামী হবে না কারণ মিয়ানমারকে ঘিরে তাদের আঞ্চলিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত। তাদের নিকট রোহিঙ্গা মুসলিমদের স্বার্থ কিংবা শেখ হাসিনার পক্ষে অবস্থানের চেয়ে অং সাং সূচী কিংবা মিয়ানমারের সামরিক জান্তা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যদিওবা পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে ১৯৯২ সালের চুক্তিতে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়, তথাপি আমরা আমাদের নির্যাতিত ভাই-বোনদেরকে রাখাইন রাজ্যের সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধপরিকর খুনী মায়ানমার সরকারের হাতে তুলে দেয়ার পরিকল্পনা সফল হতে দিতে পারিনা। যতদিন আরাকান নিরাপদ নয় ততদিন রোহিঙ্গা মুসলিমদের জান-মাল-সম্মানও সেখানে নিরাপদ নয়। একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই খুনী বৌদ্ধ কবল থেকে আরাকানকে মুক্ত করবে এবং এটিকে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য নিরাপদ জনপদে পরিণত করবে, এবং তাদেরকে তাদের আবাসস্থলে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তাদের জীবন-সম্পদ-সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

"নিশ্চয়ই ইমাম (খলিফা) হচ্ছেন সেই ঢাল যার পেছনে মুসলিমরা যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে।" [সহীহ্ মুসলিম]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ